



যে বদভ্যাসগুলো পিসিকে নষ্ট করতে পারে

তাসনীম মাহমুদ

প্রত্যেক ব্যবহারকারীই চান তার কমপিউটার আজীবন ব্যবহারযোগ্য থাকবে, কিন্তু তা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনেক সময় দেখা যায়, ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হওয়ার আগেই আপনার কমপিউটার অকেজো হয়ে পড়েছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার জন্য ব্যবহারকারীরা সাধারণত কমপিউটারের হার্ডওয়্যার কম্পোনেন্ট, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা ভাইরাস, ম্যালওয়্যারকে দোষারোপ করে থাকেন- যা বহুলাংশে সত্য হয়ে থাকলেও পিসি ল্যাপটপের সমস্যার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো ব্যবহারকারীর আচরণ। ব্যবহারকারীর কিছু কিছু ব্যবহারিক আচরণও অর্থাৎ বদভ্যাস সমস্যা উদ্ভবের কারণ হতে পারে। এ লেখায় কমপিউটার ব্যবহারকারীদের কিছু কিছু ব্যবহারিক বদভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো সমস্যা উদ্ভবের কারণ হতে পারে, যা সাধারণত আমরা সবাই এড়িয়ে গিয়ে থাকি।

লক্ষণীয়, কোনো কিছুই চিরজীবনের জন্য স্থায়ী হয় না, বিশেষ করে প্রযুক্তি বিশ্বে। তবে আপনার কমপিউটার আরো কিছু বেশিদিন স্থায়ী হতে পারবে যদি কমপিউটারের পরিচর্যা নিয়মিতভাবে করে থাকেন। যদি আপনার ল্যাপটপ প্রত্যাশিত সময়ের অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য দায়ী হতে পারে আপনার কিছু বদভ্যাস। কোনো কিছু না বুঝে এমন কিছু কাজ আপনি নিয়মিত করে থাকেন, যেগুলো পিসির মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে, সেগুলো ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে এ লেখায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ল্যাপটপকে কখনোই প্লাস সারফেসের তথা ভেলভেট বা মোটা কাপড় জাতীয় বস্তুর ওপর রাখবেন না

তাপ হলো কমপিউটারের জন্য এক সাংঘাতিক প্রাণঘাতী। যদি আপনার কমপিউটার খুব গরম হয়ে যায়, তাহলে অভ্যন্তরীণ হার্ডওয়্যারের যেমন প্রসেসর, ফ্যান এবং ব্যাটারির আয়ু কমে যেতে পারে এবং কমপিউটারে উচ্চস্বরে শৌ শৌ শব্দ সৃষ্টি হতে পারে।

ডেস্কটপ কমপিউটারের জন্য : এমন সমস্যার সমাধান খুব সহজ-সরল। কম্প্রেস এয়ার ব্যবহার করে কমপিউটারের অভ্যন্তরের ধূলা পরিষ্কার করুন। কমপিউটারকে আঁটসাঁট পরিবেশে রাখা থেকে বিরত থাকুন। আপনার



প্লাস সারফেসে ল্যাপটপ ব্যবহার করার ফলে যা হতে পারে

কমপিউটারের ভেতরে যাতে খুব সহজে বায়ু প্রবাহিত হতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। আপনি কমপিউটারকে ভূমি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং ইনটেক ফ্যানে একটি ফিল্টার স্থাপন করে ধূলাবালিকে প্রতিহত করতে পারেন।

ল্যাপটপের জন্য : ল্যাপটপের জন্য এক্ষেত্রে একটু বেশি যত্নশীল হওয়া দরকার। ল্যাপটপ ব্যবহারকারীদের অনেক ধরনের বদভ্যাস থাকতে পারে, যেমন ল্যাপটপকে কম্বলের ওপর অথবা অন্য কোনো প্লাস সারফেসের ওপর রেখে কাজ করা। এর ফলে ল্যাপটপের নিচে বাতাস প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে যদি কম্বল ফ্যান ভেন্ট আবৃত করে ফেলে। এমন অবস্থায় যদি সম্ভব হয় ল্যাপটপকে ফ্ল্যাট সারফেসে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন অথবা ন্যূনতম নিশ্চিত করুন ল্যাপটপের স্থানটি কম্বল অথবা এ জাতীয় অন্যান্য উপাদানমুক্ত যেগুলো এয়ার ফ্লো তথা বায়ুপ্রবাহ ব্লক করে। ল্যাপটপের অভ্যন্তরীণ জিনিস শীতল রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে চাইলে ল্যাপ-ডেস্ক ব্যবহার করা যেতে পারে।

এগুলো ছাড়া একই নিয়ম ল্যাপটপে অ্যাপ্লাই করা যায়, যেমন ডেস্কটপে ব্যবহার করা যায়। এটিকে গরম জায়গায় রাখা উচিত নয়। মাঝেমধ্যে কম্প্রেস এয়ার ব্যবহার করে ল্যাপটপ বা কমপিউটারকে পরিষ্কার করুন। যদি এটিকে ধূলাবালি মুক্ত রাখতে পারেন, তাহলে কম্পোনেন্টগুলোও ভালোভাবে রান করবে দীর্ঘদিন ধরে।

অসতর্কভাবে ল্যাপটপ ব্যবহার করা

অফিসে আরামদায়কভাবে কাজ করার জন্য ডেস্কটপ কমপিউটারে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ সেটিং। কিন্তু ল্যাপটপ ব্যবহারকারীকে প্রচুর যত্নসহ্য করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় ব্যবহারকারীরা খুব অসতর্কভাবে ল্যাপটপের ডিসপ্লে ধরে তুলে নিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করেন। কোনো কোনো ব্যবহারকারী বেশ শক্তি

প্রয়োগ করে একপ্রান্ত ধরে ল্যাপটপ ওপেন করেন। কেউ কেউ ল্যাপটপকে কম্বলের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুড়ে দেন (এতে যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং ল্যাপটপের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে)। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, কখনো কখনো কোনো কোনো ব্যবহারকারীকে বন্ধ ল্যাপটপকে পানীয় রাখার ট্রে হিসেবে ব্যবহার করতেও দেখা গেছে, যা যেকোনো সচেতন ব্যবহারকারীকে ক্রোধান্বিত করতে পারে।



অসচেতনভাবে ল্যাপটপ ব্যবহার করা

ল্যাপটপ সহজে বহনযোগ্য এবং টেকসই হলেও যত বেশি হেলাফেলাভাবে ব্যবহার করবেন, ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি বেড়ে যাবে। যদি আপনার ল্যাপটপের হার্ডডিস্কটি এসএসডির পরিবর্তে পুরনো স্পিনিং হার্ডড্রাইভ হয়ে থাকে, তখন সক্রিয় অবস্থায় কমপিউটার ঝাঁকুনি খাবে বা কম্পিত হবে এবং ডিস্ক ডিসলোকেট বা সারফেস স্পর্শের কারণে গয়ে দাঁড়াতে পারে। সচরাচর এমন কিছু না ▶



ঘটলেও মাঝেমাঝে ঘটতে পারে। সুতরাং এমন বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইলে আপনাকে ডাটা ব্যাকআপ করতে হবে।

অপ্রয়োজনীয় মেইনটেন্যান্সে সময় নষ্ট করা

উইন্ডোজ এক্সপিরি যুগে হার্ডওয়্যার যেমন ছিল সীমিত, তেমনই কমপিউটারের গতিও ছিল ধীর। স্বাভাবিকভাবে পিসির মেইনটেন্যান্সও কিছুটা ভিন্ন ছিল। এ সময়ের অব্যবহৃত এবং টেম্পোরারি ফাইল ডিলিট করলে সম্ভাবনামূলকভাবে পিসির গতি বাড়বে উল্লেখযোগ্যভাবে। কিছু কিছু ‘পিসি ক্লিনিং’ ইউটিলিটি হলো স্ক্যাম। এগুলো আপনাকে তাদের সফটওয়্যার পণ্য কেনার জন্য প্ররোচিত করে। লক্ষণীয়, বেশিরভাগ ফ্রি, কম স্ক্যামি টুল বেশিরভাগ সময় অপ্রয়োজনীয় টুল হিসেবে বিবেচিত।

লক্ষণীয়, নির্দিষ্ট কিছু টাইপের মেইনটেন্যান্স কখনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। রেজিস্ট্রি ক্লিনার টুল কার্যত কোনো সুবিধা দিতে পারে না। তবে রেজিস্ট্রি ক্লিনার যদি কোনো রেজিস্ট্রি এন্ট্রি ডিলিট করে ফেলে যেগুলো সত্যি সত্যি আপনার জন্য দরকারি, তাহলে সমস্যা সৃষ্টি হবে। একইভাবে নতুন privacy অ্যাপ দাবি করে যে উইন্ডোজ ১০-কে আপনার ওপর spying করাকে থামিয়ে দেয় এবং আপনার অজান্তে নির্দিষ্ট কিছু ফিচারকে ব্যাহত করে। কোনো কোনো কাজ হঠাৎ থেমে যায়-ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে টুলের ক্রটির জন্যই এমন সমস্যার উদ্ভব। এমন অবস্থায় ভালো হয় উইন্ডোজ ১০-এর সেটিং জুড়ে পরখ করে দেখুন, জেনে নিন এগুলো কী করে এবং নিজে নিজেই টোয়েক করে নিন।

যদি আপনার হার্ডড্রাইভ পরিষ্কার করতে চান, তাহলে উইন্ডোজের বিল্টইন ডিস্ক ক্লিনআপ ইউটিলিটি ব্যবহার করুন এবং আপনি ব্যবহার করেন না এমন মুভি, মিউজিকসহ অন্যান্য ফাইল ডিলিট করুন। যদি আপনার কমপিউটার অস্বাভাবিক ধীরগতিতে রান করতে থাকে, তাহলে স্টার্টআপ প্রোগ্রাম অপসারণ করার চেষ্টা

অবিরত ব্যাটারি ডিসচার্জ করা

সাধারণত ল্যাপটপ যখন প্রথম নতুন কেনা হয়, তখন ফুল চার্জ অবস্থায় ল্যাপটপের ব্যাটারির আয়ুকাল হয় আট ঘণ্টা। তবে এর মানে এই নয়, ল্যাপটপের ব্যাটারির আয়ু সব সময় আট ঘণ্টাই থাকবে। তবে কয়েক বছর ব্যবহারের পর ব্যাটারির আয়ু ধীরে ধীরে কমতে কমতে ছয় বা সাত ঘণ্টায় নেমে আসে। এটি অস্বীকার করা যাবে না যে, এর থেকে নিশ্চি পাওয়া যাবে না অর্থাৎ ব্যাটারির আয়ু কমে যাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না কোনোভাবে। তবে বলা যায়, যদি আপনি নিয়মিতভাবে ল্যাপটপের আয়ু শূন্য (০) শতাংশে নামিয়ে রান করেন, তাহলে ব্যাটারির আয়ু আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে কমতে থাকবে। ব্যাটারির আয়ু সম্প্রসারিত করতে চাইলে সবচেয়ে ভালো হয় অল্প অল্প করে ডিসচার্জ করা এবং নিয়মিতভাবে রিচার্জ করা। তবে মনে রাখা দরকার, কোনো বিশেষ কারণে কালেভদ্রে ল্যাপটপ সম্পূর্ণরূপে চার্জশূন্য হয়ে গেলে ব্যাটারির কোনো ক্ষতি হয় না।



চার্জশূন্য ল্যাপটপ ব্যাটারি

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা অবজ্ঞা করা

পিসি বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণের বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে এবং সন্দেহ করা হয় যে, বৈদ্যুতিক লাইনের মাধ্যমে আসা ভোল্টেজের স্কুদ এবং অস্থায়ী বৃদ্ধি অর্থাৎ পাওয়ার সার্জে এটি ড্যামেজ হতে পারে। এটি ঘটতে পারে পাওয়ার আউটলেটের পরে, আপনার ঘরের আরেকটি উচ্চক্ষমতার ডিভাইস অন করার পর অথবা শহরের একটি অবিশ্বস্ত পাওয়ার গ্রিড থেকে আসা পাওয়ারের কারণে। আপনার পিসির অভ্যন্তরের পাওয়ার সাপ্লাইয়ে সম্পূর্ণ থাকে কিছু বেসিক পাওয়ার সার্জ প্রটেকশন, তবে দীর্ঘস্থায়ী সার্জ প্রটেকশন পেতে পারেন একটি ডেডিকেটেড সার্জ প্রটেক্টরের মাধ্যমে।

মনে রাখা দরকার, এই ডেডিকেটেড সার্জ প্রটেক্টরটি পাওয়ার স্ট্রিপ থেকে ভিন্ন, যা সার্জ থেকে প্রটেকশন ছাড়াই প্রদান করে মাল্টিপল আউটলেট। প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছর পরপর এটি বদলানো উচিত। কেননা, যত দিন যাবে ততই এর কর্মক্ষমতা কমতে থাকবে এবং এক সময় অফার করবে জিরো প্রটেকশন।

আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার, সার্জ প্রটেক্টর হাই-ভোল্টেজ স্পাইকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে এটি ছোট ছোট সার্জ থেকে আপনাকে প্রটেক্ট করতে পারবে এবং পিসির আয়ু বাড়তে পারবে। যদি আরো কিছু বেশি টাকা খরচ করতে পারেন, তাহলে কিনতে পারবেন আনইন্টারপ্লেটবল পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট তথা ইউপিএস, যা ধারণ করে একটি ব্যাটারি ব্যাকআপ। এটি হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে পিসিকে শাটডাউন হতে রক্ষা করে। এর ফলে পিসির ডাটা হারানোর সম্ভাবনা থাকে না।

সবশেষে ল্যাপটপের জন্য দরকার হয় কিছু বাড়তি যত্ন। যেহেতু ডেস্কটপের পাওয়ার ক্যাবল স্থিরভাবে থাকে, তবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে ল্যাপটপ ক্যাবলে ফাঁস সৃষ্টি হতে পারে বা অসচেতনভাবে ব্যবহারের কারণে ক্যাবল আস্থহীন হয়ে যেতে পারে। এতে সৃষ্টি হতে পারে ফায়ার হাজার্ড। সুতরাং সব সময় চার্জারকে দেয়ালের প্লাগ পয়েন্ট থেকে টেনে বের করুন, ক্যাবল ধরে নয়। ক্যাবলকে কখনোই শক্তভাবে র্যাপ করা উচিত নয়।

করুন অথবা পিসিকে রিসেট করুন। যদি এরপরও কাজ না করে, তাহলে ধরে নিতে পারেন যে আপনার হার্ডওয়্যার আপগ্রেড করার সময় হয়েছে।

আনপ্রেক্টেঙ্কেড ওয়েব ব্রাউজ করা

কমপিউটিং বিশ্বে বহুল জনপ্রিয় এক বিশ্বাস common sense-এর বিপরীত কথা হলো ডাটার নিরাপত্তার জন্য শুধু ম্যালওয়্যার প্রটেকশনই যথেষ্ট নয়। এমনকি বৈধ সাইটও ম্যালওয়্যার



অপ্রয়োজনীয় মেইনটেন্যান্স টুল রান করানো

আক্রান্ত হতে পারে, যা আপনার কাছে পাস হতে পারে। এর ফলে সতর্কভাবে ব্রাউজ করলেও আপনি রক্ষা পাবেন না। এজন্য দরকার আপনার কমপিউটারে ভালো মানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা।

গত কয়েক বছরের সাব-রেটিংয়ে দেখা গেছে,

মাইক্রোসফটের বিল্টইন উইন্ডোজ ডিফেন্ডার ভাইরাস প্রতিরোধে বেশ ভালোভাবে কাজ করতে পারে। এই টুলকে তার স্বাভাবিক কাজ করতে দিন। যদি বাড়তি প্রটেকশন চান, ম্যাল-

ওয়্যারবাইটস অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার টুল প্রটেকশনের ব্যাপারে বেশ কিছুটা আশ্বাসিই বলা যায়। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে ম্যালওয়্যারবাইটস অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার টুলটি প্রচুর পরিমাণে উপাদান শনাক্ত করতে পারে, যা ক্রোম এবং উইন্ডোজ ডিফেন্ডার শনাক্ত করতে পারে না। ম্যালওয়্যারবাইটস অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার টুলের ফ্রি ভার্সন যথেষ্ট ভালো কাজ করতে পারবে যদি মাঝেমাঝে স্ক্যান রান করতে পারেন। তবে পেইড ভার্সনে সম্পূর্ণ করা হয় সব সময়ের জন্য রানিং অ্যান্টি-এক্সপ্লয়িট ফিচার, যা সম্ভাব্য ক্ষতিকর সাইড ব্লক করতে পারে স্ক্রিনে আবির্ভূত হওয়ার আগে। গতানুগতিক অ্যান্টিভাইরাস যেমন উইন্ডোজ ডিফেন্ডারের সাথে মিলিত হয়ে এটি প্রটেকশনের জন্য চমৎকারভাবে কাজ করতে পারবে

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com